

তারবিয়াতুস সালিক

(আল্লাহ্‌প্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

মূল

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা
আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ

হযরত হাফেজ্জী ছয়ূর রহ. এর খলীফা আলহাজ্জ
আঃ রশীদ সাহেবের দূআ ও নির্দেশক্রমে
মাওলানা মাসউদুর রহমান

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী™

তারবিয়াতুস সালিক

(আল্লাহ্‌শ্রেমিকদের আত্মশুদ্ধির পথ)

মূল : হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী রহ.

অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান

প্রকাশনায়	▶	রাহনুমা প্রকাশনী ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। দোকান : ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯ সার্বিক যোগাযোগ-০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯১৭-৭০৫৫৯৪
তৃতীয় প্রকাশ	▶	সেপ্টেম্বর ২০১৮
প্রথম প্রকাশ	▶	নভেম্বর ২০১২
প্রচ্ছদ	▶	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

মূল্য : ৫০০/- (পাঁচশো টাকা মাত্র)

ISBN	: 978-984-33-3785-6
E-mail	: rahnumaprokashoni@gmail.com
Web	: www.rahnumabd.com

TERBEEYATUS SALIK

by Mawlana Ashraf Ali Thanovi, Translated by Mawlana Masudur Rahman

Published by: Rahnuma Prokashoni, Price: Tk. 500.00, US \$ 15.00 only.

হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর খলীফা
আলহাজ্জ আঃ রশিদ সাহেবের
বাণী ও দুআ

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মাবাদ, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. বারবার বলতেন যে, হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. প্রতিটি বিষয়ে বই-পুস্তক লিখে গিয়েছেন। কাজেই নতুন করে বই-পুস্তক লেখার আর কোন দরকার নেই। যেহেতু তিনি উর্দু, আরবীতে কিতাবাদি লিখেছেন কাজেই সেইগুলি বাংলায় তরজমা করা দরকার। যাতে বাংলা ভাষা-ভাষীদের উপকার হয়। শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. থানভী রহ. এর বই-পুস্তক বাংলায় তরজমা করতেন। সফরে ও হযরে তার ব্যাগের মধ্যে সবসময় থানভী রহ. এর বই-পুস্তক থাকত। মৌঃ আব্দুস সালাম সাহেব থানভী রহ. এর মুরীদ ছিলেন। তিনি থানভী রহ. এর মাওয়াযের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতেন তাঁর সম্পাদিত মাসিক নেয়ামত পত্রিকায়। তিনি হযরতের মাওয়ায়েয ‘আল এবকা’ পঁয়ত্রিশ খণ্ড বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন।

হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর খাস কামরায় প্রত্যহ বাদ আছর সমবেত শিক্ষক মণ্ডলী ও ছালেকীনদের মজলিসে থানভী রহ. এর ‘তারবিয়াতুস সালিক’ পড়ে শোনানো হত। আমরা তাতে শরীক হতাম। সফরের সময় হাফেজ্জী হুযূর রহ. থানুভী রহ. এর ‘কামালাতে আশরাফিয়া’ কিতাব সঙ্গে রাখতেন এবং বিভিন্ন মজলিসে পড়ে শোনাতেন। আশরাফ চরিত এবং হযরতের জীবনী গ্রন্থে ইসলাহি চিঠি সন্নিবেশিত দেখে হযরত হাফেজ্জী হুযূর খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন।

আমরা খানকায়ে আশরাফিয়ার পক্ষ হতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, থানভী রহ. এর বই-পুস্তক যথাসম্ভব তরজমা করার উদ্যোগ নিব ইনশাআল্লাহ্। ইতিপূর্বে হাফেয মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেবের অনুবাদ ‘তারবিয়াতুস সালিক’ এর ১ম খণ্ড হাতে পেয়েছি। এখন তারবিয়াতুস সালিকের ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ের অনুবাদ দেখে যার পর নাই আনন্দিত হয়েছি।

দুআ করি দয়াময় আমাদের তামান্না পুরা করুন এবং হাফেয মাওলানা মাসউদুর রহমান সাহেবকে হায়াতে তাইয়েব্বা দান করুন। এই কাজ করার পূর্ণ যোগ্যতা দান করুন ও জাযায়ে খায়ের নসীব করুন এবং শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর ফয়েয ও বরকত নসীব করুন। আমীন।

আলহাজ্জ আল-রশিদ

(আলহাজ্জ আঃ রশিদ)

খলীফা, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.

‘তারবিয়াতুস সালিক’ ‘আধ্যাত্ম পথচারীদের’ প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা ‘গাইড লাইন’।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াত ও বহু হাদীসে বর্ণিত এবং বাস্তব যুক্তিসম্মত নবুওয়ত-রিসালাতের দায়িত্ব-কর্তব্য চতুষ্টয়ের অন্যতম তাযকিয়া...ইহসান।

পবিত্র কুরআনের ভাষায় তাযকিয়া-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ... وَيزَكِّيهِمْ

“একজন রাসূল যিনি আয়াতসমূহের তিলাওয়াত করবেন, কিতাব ও হিকমতের তালীম করেন এবং তাযকিয়া পরিশুদ্ধি (Refine) করবেন। এ বিষয়টিই হাদীসের ভাষায় ‘ইহসান’ ان

... ترَاهُ... تعبد الله كأنك تراه...

নজরদারীতে রয়েছে। সার্বক্ষণিকরূপে আমার সব ‘নকল ও হরকত’ আমার চোখ, কান, জিহ্বা ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মন, মেধা, চিন্তার সঞ্চালন তথা সর্বকথা ও সর্বকর্ম তিনি প্রত্যক্ষ করছেন। রেকর্ড করা হচ্ছে, এ দৃঢ় বিশ্বাসের মানসিকতা। যা পরবর্তীতে ‘তাসাওউফ’ (তথা পীর মুরীদী) নামে অভিহিত।

আলিম মনীষীগণ, বিশেষত তাসাওউফপন্থী ও আধ্যাত্ম চর্চাকারীগণ মানুষের নফস ও রূহের রোগ-ব্যাদি তথা আধ্যাত্ম ব্যাদিসমূহকে মানুষের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন রোগ-ব্যাদির সাথে তুলনা করে থাকেন। কেননা, মানবসত্তা দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। মানব দেহের অনেক অংশ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। দেহ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রোগাক্রান্ত হয়। তখন চিকিৎসা বা রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আত্মাও রোগাক্রান্ত হয়। সুতরাং তার চিকিৎসাও অপরিহার্য।

দেহ সংক্রান্ত রোগ-ব্যাদি বহুবিধ। মাথা, চোখ, কান, নাক, মুখ,

দাঁত, গলা, হৃদপিণ্ড (হার্ট), ফুসফুস, যকৃত, কিডনী, হাত, পা মোটকথা শত অঙ্গের শত রোগ, আবার একই অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের রোগ। আবার চিকিৎসার ক্ষেত্রেও রয়েছে এ্যালো, হোমিও, ইউনানী, আকু ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি। দেহের রোগ-ব্যাধির জন্য রয়েছে এল.এম.এফ, এম.বি.বি.এস থেকে শুরু করে এফ.আর.সি.এস পর্যন্ত বহু ডিগ্রীর স্তর এবং বিশেষজ্ঞ ও সার্জারী চিকিৎসক। আবার একই রোগের একই স্তরের সাধারণ থেকে অনেক উঁচু মানের নামী-দামী চিকিৎসক। আবার রয়েছে তথাকথিত 'এ টু জেড' ডিগ্রীর তকমাধারী, সাইনবোর্ড সর্বস্ব হাতুড়ে ও ফুটপাতের চিকিৎসক। ফেরেক্বাজ, ধাপ্পাবাজ ও প্রতারক। দেহের রোগী ও তার অভিভাবকরা জানেন, কোন হাসাপাতালে ও কোন ডাক্তারের কাছে কোন রোগের উন্নত ও নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা পাওয়া যাবে। সে অনুসারে তারা নির্ভরযোগ্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং প্রতারক থেকে বেঁচে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

দেহের যেমন বহুবিধ রোগ-ব্যাধি (ও তার চিকিৎসা) রয়েছে তদুপ মানুষের নফস বা প্রবৃত্তি তথা বৃহ ও আত্মার বহুবিধ ব্যাধি (এবং সেগুলোর চিকিৎসা ব্যবস্থা) রয়েছে। সীমাহীন ক্রোধ, ধৈর্যহীনতা, লোভ, কামনা, কু-দৃষ্টি, প্রতারণা, ধাপ্পাবাজী, স্বার্থান্ধতা, অতি চালাকী, দম্ভ-অহংকার-আত্মস্ত্রীতা, কারো দুঃখ দুর্দশায় আনন্দিত হওয়া এবং সুখ ও উন্নতিতে হিংসা করা, পরশীকাতরতা, পরনিন্দা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, কারো ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা, সুখ্যাতির অভিলাষ; ইবাদতে ইত'আতে অনীহা, অবহেলা, অলসতা, দুনিয়ার মোহ ও আখিরাত বিমুখিতা; গোনাহ, নাফরমানী ও আল্লাহ্ বিরোধী কাজের প্রতি আকর্ষণ ও অতিশয় উদ্দীপনা। এ ধরনের অগণিত পঙ্কিলতা (রাযাইল) কি মানব সত্তার জন্য রোগ-ব্যাধি নয়?

এগুলোর চিকিৎসা এবং এগুলো থেকে আত্মরক্ষা এবং বিপরীত গুণাবলী (ফায়াইল) তথা বিনয়, নম্রতা, সহমর্মীতা, সহানুভূতি, স্বার্থত্যাগ, অপরকে প্রাধান্য দেয়া, পরমত সহিষ্ণুতা, আদব-সম্মান, সকলের প্রতি কল্যাণ কামনা, অল্পে তুষ্টি, ইবাদত আনুগত্যে উদ্যম-উদ্দীপনা, গোনাহ, নাফরমানী ও আল্লাহ্ বিরোধী কাজে প্রচণ্ড ভীতি, দুনিয়া বিমুখিতা ও আখিরাতমুখিতা প্রভৃতি গুণাবলী অর্জনে যত্নবান হওয়া কী মানব জীবনের পরম কাম্য ও মহা সফলতা নয়?

কথাটি একটু লম্বা করার উদ্দেশ্য এই যে, কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত-পা, চোখ, কান যদি কোনো অপরাধ করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং সে শাস্তি ভোগ করতে হয়। কিন্তু হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কি অপরাধ সংঘঠনের প্রকৃত ক্ষমতা রয়েছে? তা হলে নেপথ্য ও মূল অপরাধী কে, তাকে সনাক্ত করা, পাকড়াও করা এবং তার শাস্তি বিধান অথবা তার অপরাধ সংঘঠনের ধারা রুদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করাই কি অধিক জরুরি, যুক্তিসঙ্গত ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়? প্রয়োজন ও গুরুত্বের বিচারে দেহের রোগ-ব্যাদি নিরাময় ও দেহের সুস্থতার চাইতে বৃহৎ ও আত্মার রোগ নিরাময় ও আত্মার সুস্থতা কি অধিক প্রয়োজনীয় ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়?

‘আমার পেটে ব্যাথা, আমার দাঁতে ব্যাথা, আমার কোমরে, হাঁটুতে ব্যাথা, আমার মাথা চক্কর দেয়, আমি চোখে কম দেখি, আমার নাক দিয়ে রক্ত ঝরে, আমার বুকে প্রচণ্ড ব্যাথা, হাঁপানি, আমার জ্বর ছাড়ে না, ...ঘুম হয় না... ওষুধ দিন...’ এ ব্যক্তিকে কেউই নির্বোধ বিকারগ্রস্ত বা পাগল বলবে না, বরং তার প্রতি যত্নবান ও সহমর্মী হবে।

তাহলে কেউ যদি বলে, হুয়ূর! আমার প্রচণ্ড ক্রোধ, রাগের সময় আমার হুঁশ-জ্ঞান থাকে না, আমার ভিতরে অহংকার আছে,

প্রচণ্ড লোভ আছে, স্বার্থান্ধতা আছে, প্রতারণা ও চালাকি করে বাজিমাত করার ইচ্ছা আছে; সকলেই আমার দৃষ্টিতে তুচ্ছ, কারো সফলতা বা উন্নতি দেখলে আমার ভিতরটা হিংসায় জ্বলেপুড়ে যায়, কারো দুঃখ অবনতি দেখলে আমি আনন্দে আত্মহারা হই..., নামাযে ইবাদতে আমার মন বসে না, অনেক কষ্টকর মনে হয়..., আমার এলাজ করুন, আমাকে দুনিয়া-আখিরাতের ধ্বংস থেকে বাঁচান... এরূপ আকুতি প্রকাশকারীকে কি নির্বোধ উম্মাদ বলা যাবে? কিংবা তাকে হাতে ধরে সযত্ন সহমর্মীতায় পথের দিশা দিয়ে প্রশান্ত করে মনজিলে মাকছূদে পৌঁছে দেওয়ার কর্তব্য পালন করতে হবে?

মানুষের মাঝে বিদ্যমান স্বভাবজাত ও সৃষ্টিগত পঙ্কিলতা (ذائل) ‘পশুত্ব’ (حيوانيت و بهيميت) নিয়ন্ত্রণ ও পর্যুদস্ত করে সমুন্নত গুণাবলী (فضائل) ‘ফেরেশতাত্ব’ (ملكيت) দ্বারা উদ্ভাসিত ও সজ্জিত করা মানব জীবনের মূল লক্ষ্য, আদম সন্তানরূপে পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার একমাত্র কর্মসূচী।
কবির ভাষায়—

از ملائک بہر داری وز بہائم نیز ہم

بگذر از حظ بہائم کمز ملائک بگری

‘তোমার মধ্যে সৃষ্টিগতরূপে (আগুন, পানি, মাটি, বায়ু ও রূহ এর সংমিশ্রণের কারণে) রয়েছে ফেরেশতাত্ব, (ফেরেশতাসুলভ সদগুণাবলী) ও পশুত্ব (পশুসুলভ মন্দ স্বভাব-)। পশুত্বের গণ্ডী অতিক্রম করে উর্ধ্বে উঠে যাও, তবেই তুমি ফেরেশতার সমুন্নত মর্যাদার উর্ধ্বে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

* * *

পৃথিবীর কোন কোন গ্রন্থ ‘কালজয়ী’ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়।
‘তারবিয়াতুস সালিক’ এ ধরনের কালজয়ী তালিকার শীর্ষে

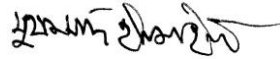
অবস্থানকারী গ্রন্থসমূহের অন্যতম। ‘তারবিয়াতুস সালিক’ তরীকত জগতের সমকালীন সেরা মনীষী, তরীকত ও তাসাওউফের শ্রেষ্ঠ রাহবার। দিনের বিভিন্ন শাখাসহ বিশেষত তরীকত ও তাসাওউফের রীতি-পদ্ধতি ও নীতি বিধানের সংস্কারক ‘মুজাদ্দিদ’, আধ্যাত্ম চিকিৎসা জগতের শীর্ষে অবস্থানকারী সুদক্ষ ও মহাবিজ্ঞ অভিজ্ঞ চিকিৎসক। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী খানভী রহ. এর যুগান্তকারী, অনবদ্য ও অতুলনীয় অবদান। গ্রন্থখানি একাধারে তাঁর অতুলনীয় তাজদীদী প্রতিভার সমুজ্জ্বল প্রমাণ হওয়ার পাশাপাশি সকল শ্রেণির আধ্যাত্ম পথচারী ব্যাধিগ্রস্তের জন্য রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে অবগত হওয়ার নির্ভরযোগ্য উৎস। চিকিৎসক তথা হক্কানী পীর মুরশিদের জন্য নিশ্চিত নির্দিধায় অনুসরণীয় ব্যবস্থাপত্রের মহাগ্রন্থ; যা দিয়ে তাঁরা শতকরা একশতাংশ নিশ্চয়তা ও নির্ভরতার সাথে তাঁদের রোগীদের (মুরীদবর্গের) রোগ নিরাময়ে সফল হতে পারবেন এবং যুগ যুগ ধরে এ উপযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

[চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই পাঠ করে কেউ নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে পারে না। কেননা, তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান। বরং সে জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর চিকিৎসা গ্রহণ অপরিহার্য।

হাকীমুল উম্মত খানভী রহ. এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজায (খলীফা) বাংলাদেশের যুগশ্রেষ্ঠ বুয়ুর্গ হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের একান্ত দিলী তামান্না পোষণ করতেন এবং বহুবার একান্ত আবেগের সাথে সে তামান্না প্রকাশও করেছেন। কিন্তু, তাঁর জীবনকালে তাঁর এ তামান্না বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করে নি। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল উচ্চপর্যায়ের বিষয়বস্তু সম্বলিত কিতাবের অনুবাদের কাঠিন্য ও জটিলতা, যা অনেক

হিম্মতওয়ালাকেও হিম্মত করার সুযোগ দেয় নি। সীমাহীন আনন্দের বিষয়, তাঁর অন্যতম মুজায় (খলীফা) আমাদের পীর ভাই আলহাজ্ব আব্দুর রশীদ সাহেব তাঁর শায়েখের দিলী তামান্নার বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবত অন্তরে লালিত রেখে অবশেষে তা বাস্তবায়নের জন্য হিম্মতে কোমর বেঁধে দুঃসাহসিকতার সাথে অবিচল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। পাঠকের হাতে শোভা পাওয়া গ্রন্থটি তার এ হিম্মতেরই সুফল। মহিয়ান-গরীয়ান আল্লাহ্ তাঁকে যথাযোগ্য প্রতিদান ও মহা পুরস্কারে ভূষিত করেন। অনুবাদক ‘প্রবীণ’ না হলেও অনুবাদ মূলানুগ রাখার সযত্ন প্রয়াসে সফল হয়েছেন। বিষয়বস্তুর কাঠিন্য ও জটিলতার বাস্তব কারণে অনুবাদে যেটুকু অপূর্ণাঙ্গতা রয়ে গিয়েছে তা পরবর্তী সংস্করণের পরিমার্জনে পূর্ণাঙ্গতার পোশাকে সজ্জিত ও শোভিত হওয়ার সমুদয় আশা পোষণ করা যায়।

আল্লাহ্ তাআলা এর মূল গ্রন্থকারকে যথাযোগ্য জাযা দান করুন এবং তাঁকে ও অনুবাদের একান্ত কামনা পোষণকারী প্রিয় খলীফা (হাফেজ্জী হুযূর রহ.) কে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদার স্তরে অধিষ্ঠিত করুন। অনুবাদের উদ্যোক্তা, অনুবাদক ও প্রকাশক এবং এ অধমসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ গ্রন্থের কল্যাণ লাভে ধন্য করুন এবং সিরাতে মুস্তাকীমের উপরে অবিচল রেখে তাঁর রিয়ামন্দী হাসিলের তাওফীক দান করুন। আমীন।



(মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল)

মোমেনবাগ,
আশরাফাবাদ, ঢাকা
১২জিলহজ্জ ১৪৩৩ হি.
২২অক্টোবর ২০১২ ঙ.

প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া
মুহাদ্দিস, লেখক
খলীফা, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.

উৎসর্গ-

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দুই উস্তায়,
হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর অতি প্রিয়
ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুই খলীফা-

হযরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী হুযূর (দা. বা.)
এবং

হযরত মাওলানা আবদুল হক ময়মনসিংহ হুযূর (দা. বা.)

এর দস্তমুবারকে ।

রাব্বুল ইয়যতের দরবারে তাঁদের সুস্থতা, নেক হায়াত
ও দারাজাত বুলন্দির উদ্দেশ্যে... ।

সূচীপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

আ'মালের বর্ণনা

ওয়ায়েয শ্রোতাদের শোনা না শোনার পরোয়া করবে না.....	২৯
মাদরাসা কয়েম করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল.....	২৯
'দাওয়ামে আমল' এর হাকীকত.....	২৯
ঘুমের কারণে তাহাজ্জুদ না পড়তে পারা অপরাধ নয়.....	৩০
এশার পর তাহাজ্জুদ পড়া.....	৩০
'গায়রেওয়াজিব' তরক করা শয়তানী কাজ নয়.....	৩৩
বিবির অসহযোগিতার কষ্টও মুজাহাদা.....	৩৩
তা'লীম ও তালকীন উপকারী, এর কষ্টগুলো মুসীবত নয়.....	৩৫
ফজরের পূর্বে তিলাওয়াতে এবং মুনাযাতে মাকবুলে ক্ষতি নেই.....	৩৭
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার তামান্নার চেয়ে আমলের জরুরত বেশি.....	৩৭
যিকির বা তিলাওয়াত শেষ করার পর দুআ.....	৩৭
সফরে অযীফা ছুটে গেলে ক্ষতি নেই.....	৩৮
তালীম ও নসীহত ত্যাগ করা উচিত নয়.....	৩৯
তিলাওয়াতে কুরআনের ধরন.....	৩৯
খ্যাতি লাভের জন্য ওয়াযের পেশা গ্রহণ নিষিদ্ধ.....	৪০
দাওয়ামে আমল জরুরি.....	৪১
এসলাহে আখলাক জরুরি.....	৬৪
'আফযালুল আ'মাল' হাদীসগুলোর দ্বন্দ্ব নিরসন.....	৬৪
তাহাজ্জুদ নামাযের ক্ষেত্রে শিখিলতার এলাজ.....	৬৫
নামাযের সেজদায় কল্পনা.....	৬৫
মুনস্কেমে হাকীকী (আসল দাতা)-এর সঙ্গে সম্পর্ক প্রশান্তিদায়ক.....	৬৬
অত্যাধিক অল্প ঘুমানো উচিত নয়.....	৬৯
মাঝে মাঝে ছুটলে 'খেলাফে দাওয়াম' নয়.....	৭০
তালিবুল এলেম-এর তাহাজ্জুদ ও নফল পড়া.....	৭০

নামাযে একাগ্রতা না আসা.....	৭১
এত্তেবায়ে সুন্নাত সকল যুক্তির উপর প্রাধান্য পাবে.....	৭১
মাশায়েখের জন্য সাওয়াব রেসানী.....	৭২
কাজের গরজে নফসের সঙ্গে ওয়াদা.....	৭২
দৈনিক তিলাওয়াতে কুরআনের পরিবর্তে বয়ানুল কুরআন তাফসীর পড়া.....	৭২
বেশি বেশি দরুদ শরীফ পড়া.....	৭৩
শুধু তিলাওয়াতও যথেষ্ট.....	৭৩
দুআয় হাত উঠাতে সংকোচের এলাজ.....	৭৪
কুরআনের হিফয্ ও তিলাওয়াতের মধ্যে কোনটার প্রাধান্য.....	৭৪
নামাযে চক্ষু বন্ধ করা.....	৭৪
এস্তেকামাতের জব্বরত.....	৭৫
জামাতে নামায পড়ার সময় কলব থেকে দরুদ চালু হওয়া.....	৭৫
সুন্নতের এত্তেবা সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত.....	৭৫
কলবের পরিচ্ছন্নতা লাভ হয় আমলের এসলাহ দ্বারা.....	৭৬
বিনাকষ্টে অর্থের ভাবনাসহ তিলাওয়াতে ক্ষতি নেই.....	৭৬
আশ'আর পাঠ সীমিত করতে হবে.....	৭৭
সহজের প্রার্থনা নফসের বন্দেগীকে আল্লাহর বন্দেগীর উপর প্রাধান্য দেওয়া.....	৭৭
মুস্তাহাব ত্যাগ করা বিশি অবস্থা নয়.....	৭৮
জামাতের পাবন্দি হল সুন্নত সম্মত হালাত.....	৭৮
কাইফিয়াতের উপর আমলের প্রাধান্য.....	৭৮
লোকে যেন ভাল মনে না করে সেই উদ্দেশ্যে যিকির, নফল ছেড়ে দেওয়া শয়তানী চিন্তা.....	৭৯
আসল বিষয় এত্তেবায়ে শরীয়ত অন্তরে সুদৃঢ় হওয়া, কাইফিয়াত নয়.....	৮০
মনোযোগ ছাড়াও তিলাওয়াত বৈধ.....	৮১
রাত্রি জাগরণকারীর উচিৎ রাতে সামান্য ঘুমানো.....	৮১
নির্ধারিত সময়ের কাজ এবং হঠাৎ এসে পড়া কাজ কোন্টির প্রাধান্য.....	৮১
নফল ইবাদত সাধ্যের ভেতরে করা উচিৎ.....	৮২
নামাযে একাগ্রতা এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ মুবতাদীর জন্য খতরনাক.....	৮২
অধিক পরিমানে কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত.....	৮৪
কখনো কখনো করার সৎকল্পও এলাজ.....	৮৫
নিসবত লাভের দুআ মাতলুব-কাম্য.....	৮৫

ফরয, সুন্নাত ও নফল নামাযে মনোযোগ ও আত্মহের তারতম্য.....	৮৬
নামাযে ভুলের এলাজ.....	৮৬
বিশেষ বিশেষ চিঠির জন্য ওয়ু করা শরীয়তের মধ্যে হস্তক্ষেপতুল্য.....	৮৭
কাজে লেগে থাকতে পারা হালের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ.....	৮৭
‘মুবতাদী’র জন্য পাপীকে ঘৃণা করা এবং অন্যায় কাজে	
বাধাদান ক্ষতিকর.....	৮৮
নিয়মতান্ত্রিক অযীফার মাধ্যমে দৃঢ়তা ও গভীরতা সৃষ্টি হয়.....	৮৮
মুবতাদীর জন্য খবরের কাগজ পড়া ক্ষতিকর.....	৮৯
আমলে নিয়মতান্ত্রিকতা ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার	
শর্তে তামকীন মাকসূদ.....	৮৯
আমলকে কবুলিয়াতের উপযুক্ত এবং মর্যাদার যোগ্য হওয়ার কারণ	
মনে করা অনুচিত.....	৯১
অর্থ চিন্তা করে তারতীলের সঙ্গে পড়াটাই সুন্নত.....	৯১
মন লাগুক না লাগুক কাজ পূর্ণ করতে হবে.....	৯২
হিম্মত ও সাহস প্রয়োজন.....	৯৩
আওয়ামের নিজে নিজে কিতাবাদি পড়া উচিত নয়.....	৯৩
এস্তেকামাত কারামাতের উর্ধে.....	৯৩
কিতাবাদি পড়ায় ও তিলাওয়াতে কুরআনে মধ্যম স্তরের চাপ.....	৯৪
ওয়াজিব হক আদায় না করলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া জরুরি.....	৯৪
নাবালেগের হক আদায় করা জরুরি.....	৯৫
আসল উদ্দেশ্য কাজ.....	৯৫
মাওয়ায়েয মুতালাআ করার উপকারী পন্থা.....	৯৫
তাহাজ্জুদ, যিকির, শোগল বাদ গেলে ক্ষতিপূরণ.....	৯৫
তাহাজ্জুদ নামাযের রাকাত.....	৯৭
কোনো রাকাতে একই সূরা বারবার পড়া ‘খেলাফে আওলা’.....	৯৭
দিনের বেলা তাহাজ্জুদের বদলে নাওয়াফেল পড়া.....	৯৭
খাদ্যে স্বল্পতা.....	৯৮
স্ত্রীর দেওয়া কষ্ট সহ্য করাও মুজাহাদা.....	৯৮
অর্থ ও মতলব চিন্তা না করে শুধু তিলাওয়াতে সমস্যা নেই.....	৯৮
তারাক্বীর আসবাব বিভিন্ন.....	৯৯
এখতেলাত মা’আল আনাম কমানো.....	৯৯
হক-হুকুক মাফ করানোর তরীকা.....	১০০
অপ্রয়োজনীয় মেলা-মেশার এলাজ.....	১০১
আল্লাহর সঙ্গে বেয়াদবীর এলাজ.....	১০১

সিলসিলার মাশায়েখের জন্য সাওয়াব রেসানী.....	১০২
আমলের উপর ভরসা করা ‘আবদিয়াতের’ পরিপন্থী.....	১০২
এনহেমাক (মগ্নতা) এর ব্যাখ্যা.....	১০৩
ঋণ পরিশোধের জন্য দুআ করা.....	১০৪
হিম্মত ও সাহস-এর প্রয়োজন.....	১০৪
আমলের মধ্যে ক্রটির ভাবনা কাঙ্ক্ষিত.....	১০৫
‘বদ কিসমতী’ বা দুর্ভাগ্য বলা আল্লাহর উপর দোষারোপের সামিল.....	১০৫
এশার পর তাহাজ্জুদের নাওয়াফেল.....	১০৫
‘আ’মালে এখতিয়ারিয়া’ এর জরুরত.....	১০৬
নামায কাযা হওয়ার জরিমানা নফল রোযা.....	১০৭
সেররী নামাযের মধ্যেও জেহরীর মতো তারতীল.....	১০৭
তাহাজ্জুদ পড়ার তাগিদ.....	১০৭
এ’তেকাফের আমল.....	১০৮
দালায়েলুল খায়রাত পড়া.....	১০৮
আত্মহারা না হওয়া ক্ষতিকর নয়.....	১০৯
নামাযের সময়ে কল্পনা.....	১০৯
তাশাহুদের সময় কল্পনা.....	১১০
পীরের কাছে দুআ চাওয়া.....	১১০
পীরের চেহারা কল্পনা করা.....	১১১
এশার নামাযের পর তাহাজ্জুদের নিয়তে নাওয়াফেল পড়া.....	১১২
আমলের মধ্যে ক্রটির কারণ.....	১১৬
তাহাজ্জুদের নামাযে চক্ষু বন্ধ করা.....	১১৬
তাহাজ্জুদে ফরয, সুন্নতের চেয়ে অধিক একাগ্রতার হেকমত.....	১১৬
তাহাজ্জুদের বিশেষ কোনো তরীকা নেই.....	১১৭
তাহাজ্জুদ নামাযের পর ঘুমানো.....	১১৭
পার্শ্ব উদ্দেশ্যে রোজা রাখা আবদিয়াতের খেলাফ.....	১১৭
গাফলত ও উদাসীনতার হাকীকত.....	১১৮
কলব ‘পাষণ’ হওয়ার ওয়াস্‌ওয়াসার এলাজ.....	১১৮
তাওয়াজ্জুহ ও তাসারবুফের চেয়ে আমলের গুরুত্ব অধিক.....	১১৮
তারবিয়াতুস সালিক মুতালাআর তারগীব.....	১১৯
একাগ্রতার প্রয়োজন.....	১২১
নামাযে ভুল হওয়া ক্ষতিকর নয়.....	১২১

নফল নামাযের তাগিদ.....	১২১
দুআর মধ্যে জোরালোভাবে চাওয়ার ব্যাখ্যা.....	১২২
আখলাক সংশোধনীমূলক কিতাবাদি মুতালাআ.....	১২২
কম কথা বলা.....	১২৩
দুআ ও প্রার্থনায় বাহুল্য উচিৎ নয়.....	১২৪
কাযা নামায আদায় করা.....	১২৪
দুআ রেযা'র খেলাফ নয়.....	১২৫
নামাযের মধ্যে চক্ষু বন্ধ করা.....	১২৫
সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে দুআ.....	১২৬
ফারায়েয ও নাওয়াফেল কাযা হওয়ার মধ্যে পার্থক্য.....	১২৬
ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে নামায কাযা হওয়া.....	১২৭
মেলা-মেশা কমানো এবং মুবতাদীর জন্য ওয়াযের তরীকা.....	১২৮
কুরআন ইয়াদ করার তরীকা.....	১৩৫
সূলূকের মধ্যবর্তী অথবা শেষ পর্যায়ে দ্বিতীয় মুজাহাদার জবুরত.....	১৩৫
প্রয়োজন চিন্তা ও চেষ্টার.....	১৩৭
কাযা নামায আদায়ে অলসতা করা গোনাহ.....	১৩৮
দুআ আবদিয়াতের খেলাফ নয়.....	১৩৮
পাপীর জন্য জবুরি ইস্তিগফার, শান্তনার আকাঙ্খা নয়.....	১৩৯
বিরতি না দিয়ে এশরাক ও চাশ্ত পড়া.....	১৩৯
নিয়মতান্ত্রিকতা বিভিন্ন প্রকার.....	১৪০
কুরআন শরীফ থেমে থেমে মুখস্ত পড়তে না পারার এলাজ.....	১৪১
নামাযে অধিক পরিমাণে ভুল হওয়ার এলাজ.....	১৪১
প্রাধান্য যিকির ও আমলের, কিতাবাদি মুতালাআর নয়.....	১৪২
এত্তেবা অনুসরণকে গুরুত্ব দেওয়া জবুরি.....	১৪৩
মাওয়ায়েয মুতালাআ জবুরি.....	১৪৪
ফারায়েয ও নাওয়াফেল-এর মধ্যে মানসিকতার তারতম্য.....	১৪৪
অল্প খাওয়ার নিয়ম না মানা.....	১৪৬
জেহরী ও সেররী নামাযে স্বভাবগত তারতম্য.....	১৪৬
তালেবে এলেম অবস্থায় আমলের এসলাহ জবুরী.....	১৪৬
ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইবাদতে সাওয়াব বেশি.....	১৪৭
অল্প আমল ও বেশি আমলের প্রভাব সামর্থের পরিমাণ হিসাবে সমান.....	১৪৮
এলমী ব্যস্ততা.....	১৪৮

পঞ্চম অধ্যায়

আহুওয়ালের বর্ণনা

লয্যত ও যওক (স্বাদ ও মজা) কাজ্জিত নয়,	
হাল ও মাকামের পার্থক্য.....	১৪৯
লয্যত কাম্য নয়.....	১৪৯
লয্যত ও যওক মাতলুব নয়... ..	১৫০
গায়রে এখতিয়ারীর ব্যাপারে গোনাহ নেই.....	১৫১
হালাত মাকসূদ নয়.....	১৫২
অবস্থা স্বাভাবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া উচিত.....	১৫৩
নামাযে মন ঘাবড়ে যাওয়ার এলাজ.....	১৫৩
আ'মালের উপর 'এস্তেকামাত একটি উন্নত হালত.....	১৫৫
অর্থাভাবের কারণে দুশ্চিন্তার এলাজ.....	১৫৫
'ফানা'-এর আলামত.....	১৫৫
কাইফিয়াত মাকসূদ নয়.....	১৫৯
ওয়ারেদাতে মাহমুদা এবং যিকুরে কলবের আছর.....	১৬৫
একাগ্রতা অর্জনের পস্থা.....	১৬৫
মানসিক উদ্দীপনা ও দৈহিক দুর্বলতার প্রভাব.....	১৬৬
হালতে মাহমুদা.....	১৬৭
তামকীন অর্জন.....	১৭২
অধিক নিদ্রার এলাজ.....	১৭২
পাষণ্ডতা ও ভান (কুদ্রিমতা) এর হাকিকত.....	১৭৫
প্রবল শুক্ততা ও উষ্ণতার প্রভাব.....	১৭৭
আসবাবের প্রতি নজর হালের ঘাটতি আকায়েদের ক্রটি নয়.....	১৭৮
অশ্রু মোছা ও না মোছা একই সমান.....	১৭৮
কব্য ও বাস্ত এর আছর.....	১৭৮
ফানা ও গায়বাত এর আলোচনা.....	১৭৯
কলবের অস্থির-চঞ্চল মুহূর্তে মস্তিষ্কে লেখার কাজ থেকে ফারোগ রাখা জরুরি.....	১৮১
জোশ (আবেগ) ছেড়ে হুঁশ ও বুদ্ধি দিয়ে কাজ করা জরুরি.....	১৮১
প্রাথমিক ও চূড়ান্ত সালিকের হালাতের পার্থক্য.....	১৮৩
একাগ্রতা তৈরী না হওয়ার এলাজ.....	১৮৪
মনের আকাজ্জা স্থায়ী হওয়া জরুরি নয়.....	১৮৪
কব্যের হালত দীর্ঘ হওয়া ক্ষতিকর নয়.....	১৮৪

নূর বা আলো প্রক্ষেপযোগ্য নয়.....	১৮৫
স্বাভাবিক গতিতে শওক ও আত্মহের বৃদ্ধি উপকারী বিশেষ ব্যবস্থার বৃদ্ধি নয়.....	১৮৬
ভালো মন্দ কাইফিয়াতকে সফলতা ও ব্যর্থতার প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন ভুল, আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণার এলাজ.....	১৮৭
শুদ্ধতা ও কোঠের আলামত.....	১৯০
অধিক একাত্মতার ফলে সৃষ্ট ভুল নিন্দনীয় নয়.....	১৯০
অযীফা ছুটে যাওয়ার কারণে মন ভেঙ্গে যাওয়ার এলাজ.....	১৯১
দুঃখ-কষ্ট কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুজাহাদার শামিল.....	১৯৫
একাত্মতার প্রকার বিভিন্ন-.....	১৯৬
কব্বের বিভিন্ন আছর.....	১৯৬
নির্জনতা কল্যাণকর.....	১৯৭
প্রবল ভীতি ও গভীর অন্তরঙ্গতা.....	১৯৭
নূযুলে তাজান্নী বা বিশেষ আলোকরশ্মির অবতরণ.....	১৯৮
পরস্পর বিপরীত অর্থের আসমায়ে হুসনার তাজান্নী.....	১৯৯
কান্নাকে নিয়ন্ত্রণ না করাই উচিত.....	১৯৯
নূযুলের আলামত.....	২০০
ভুলের আশঙ্কাও সঠিক হওয়ার আলামত.....	২০১
শওক (আত্মহ) ও উন্স (অন্তরঙ্গতা) এর পার্থক্য.....	২০১
গায়েবের জগত থেকে আকর্ষণ.....	২০৩
আমলে অমনোযোগিতা ও ঘাবড়ানির এলাজ.....	২০৪
মৃত্যুর স্মরণে দেমাগ (ব্রেন) অস্থির হলে এলাজ.....	২০৪
নাওয়াফেলের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি সামান্য মনোযোগে সমস্যা নেই.....	২০৫
হালাতে বাতেনিয়ার বিভিন্ন আলামত.....	২০৫
কলবের শাহাদাত ও সাক্ষ্যের উপর আমল করার শর্ত.....	২০৬
ওয়ারেদ (আগত হালত) কে প্রতিরোধ নয়, অনুসরণ করা উচিত.....	২০৬
খশ্মাত বা ভয়ের আলামত.....	২০৬
আহওয়ালের আকাঙ্ক্ষা অবনতির আকাঙ্ক্ষা.....	২০৭
নৈরাশ্যজনক কথা শয়তানী এলকা (প্রক্ষেপণ).....	২০৮
কোমল হৃদয়ের পরিচয়.....	২০৯
স্বভাবের অলসতা ক্ষতিকর নয়.....	২০৯
কলবি হালতে আফসোস থাকা ভালো লক্ষণ.....	২০৯
সুসংবাদের অপেক্ষায় থানা না খাওয়া হারাম.....	২১০
দৃঢ়তা ও অবিচলতা অর্জনের তাদবীর.....	২১০

‘কব্‌য’র চিকিৎসা.....	২১১
দীনের অনুসরণে অটল থাকা উন্নত হালত.....	২১৪
আনওয়ার (নূর) ক্রক্ষেপ-যোগ্য নয়.....	২১৫
অতিরিক্ত মৃত্যু চিন্তার চিকিৎসা.....	২১৫
হাতের মধ্যে পিপড়া হেটে বেড়ানোর মতো অবস্থার হাকিকত.....	২১৫
দীনী ব্যাপারে অটল থাকতে না পারার এলাজ.....	২১৬
প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে গভীর শোকের চিকিৎসা.....	২১৬
‘ফানা’ সংক্রান্ত বিশ্লেষণ.....	২১৭
“কোথায় থাক (মাটি) কোথায় আলামে পাক।” (পবিত্র জগত).....	২২০
দৃঢ়তাপ্রাপ্তি ও প্রশান্তি জ্ঞান-বুদ্ধির প্রাধান্যের দলিল.....	২২১
আনওয়ার ও আলওয়ান প্রকাশিত হওয়া.....	২২২
রাহমানী তাজান্নী ও শয়তানী তাজান্নীর পরিচিতি.....	২২৪
‘বাস্ত’র হালতে আমল বৃদ্ধি করা উচিত.....	২২৪
নেসবতে ফানা মাকাম হিসাবে বৃপান্তরিত.....	২২৫
‘ফানা’ আর ‘যোহদের’ তফাৎ.....	২২৫
কিসের প্রাধান্যে ফানা হয়.....	২২৬
‘বাকা’র ব্যাখ্যা.....	২২৬
আহওয়ালের প্রবলতা মুবতাদী মুনতাহী সকল সালিকেরই হয়ে থাকে.....	২২৬
দিলের কোমলতা মাকসূদ নয়.....	২২৭
দৃঢ়তা ও অবিচলতা ধীরে ধীরে তৈরী হয়.....	২২৭
কব্‌যের কতিপয় কারণ.....	২২৮
নামাযের মজা.....	২২৮
হৃদয়ের কোমলতা মুবারক হালত.....	২২৮
নিজের হাল অনিচ্ছায় প্রকাশ পেয়ে গেলে সমস্যা নেই.....	২২৯
এতমিনানে কলবির ব্যাখ্যা ও প্রকার.....	২২৯
আ‘মাল ধ্বংস হওয়ার ভয় ঈমানেরই আলামত.....	২৩০
দুনিয়াবি পেরেশানির এলাজ.....	২৩০
কলবের মধ্যে জ্বালা ও ব্যথার এলাজ.....	২৩১
সন্দেহের এলাজ.....	২৩২
হারাম গান-বাদ্য কখনোই আনওয়ারে কলবির মাধ্যম হতে পারে না.....	২৩২
কাইফিয়াত না হলে পেরেশান না হওয়া উচিত.....	২৩৩
ফলাফলপ্রাপ্তি যোগ্যতার হিসাবে বিভিন্ন হয়.....	২৩৩
হায়বাত ও ভীতির আলামত.....	২৩৪
কলবের একাত্মতা কাম্য.....	২৩৭

কব্বের উপকারিতা ও কল্যাণ.....	২৩৭
আনওয়ার দেখা.....	২৪০
স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি তাকওয়ার আলামত.....	২৪০
ব্যাকুল হওয়া ও পালিয়ে যাওয়ার এলাজ.....	২৪১
হার্টের দুর্বলতার এলাজ.....	২৪১
আদব ও সৌজন্যের আলামত.....	২৪২
আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশে অপারগ ঘাটতি ক্ষতিকর নয়.....	২৪৩
মস্তিষ্কের দুর্বলতার লক্ষণ.....	২৪৫
দুআ কবুল হওয়া একটি নেয়ামত.....	২৪৫
আল্লাহ তাআলার যাতী নূরের তাজাল্লী.....	২৪৬
মস্তিষ্কের প্রবল হস্তক্ষেপ.....	২৪৭
হৃদয়ের ভাবাবেগ হওয়ার চেয়ে না হওয়া কখনো কখনো বেশি কল্যাণকর.....	২৪৮
গোনাহের ব্যাপারে ভয় দেখিয়ে নিরাশ করে দেওয়া শয়তানী চক্রান্ত.....	২৪৮
দুআর মধ্যে ভয় পাওয়ার এলাজ.....	২৪৯
গায়রুল্লাহর দিকে যুক্তি নির্ভর আগ্রহ নিন্দনীয়, স্বভাবগত আগ্রহ নয়.....	২৪৯
ওয়ারেদ বা ভাবাবেগ প্রবল হলে ঠেকানো উচিত নয়.....	২৫০
একগ্রতা অর্জনের তরীকা.....	২৫১
কলবের বিস্মরণ (ভুলে যাওয়া) খারাবির কারণ নয়.....	২৫১
নির্জনতা ও জনসমাগমের তফাৎ.....	২৫২
‘ওয়াজদ’ আবেগ উদ্বেলতার আছর.....	২৫২
অতীত হালত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অন্তরের জন্য ক্ষতিকর.....	২৫৩
‘খওফ’-র চেয়ে শওক আফযল.....	২৫৪
একগ্রতা না হওয়া ক্ষতিকর নয়.....	২৫৪
আবেগ ও মজা খোঁজা রোগ.....	২৫৫
আবেগ উন্মত্ততা ও অভিব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করা অনর্থক ব্যাপার.....	২৫৭
উন্নত হালত.....	২৫৭
গায়রে এখতিয়ারী বিষয়াদিতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই.....	২৫৮
আল্লাহর দীদার লাভের আকাঙ্ক্ষায় আখেরাতের সফরের দ্রুততার আকাঙ্ক্ষা বৈধ.....	২৫৮
নতুন হাল না হওয়া এবং পীরের ধ্যান.....	২৫৯
আছারে মাহমুদাহ বা প্রশংসনীয় প্রভাব.....	২৫৯
বুকের মধ্যে গরম বোধ হওয়ার এলাজ.....	২৬০
যিকির বৃদ্ধির আগ্রহের এসলাহ.....	২৬০

যিকিরের মধ্যে লয়যত ও মজা মাকসূদ নয়.....	২৬০
আলোকরশ্মি দেখা.....	২৬১
কামিয়াবির আলামত.....	২৬১
ফজরের পূর্বে ঘুম ভাঙ্গার ব্যবস্থা.....	২৬৪
কোনো একদিন ঘুম না ভাঙ্গা ক্ষতিকর নয়.....	২৬৫
অতিরিক্ত ঘুমের চিকিৎসা.....	২৬৫
আনওয়ার ও কাশ্ফ মনোনিবেশযোগ্য নয়.....	২৬৭
কোনো কোনো শব্দ দ্বারা মৃত্যুর আকাজক্ষা আবদিয়াতের খেলাফ.....	২৭০
ফানা, তাফবীয় ও ইশ্ক.....	২৭০
স্ত্রী গমনের কারণে পেরেশানি যুক্ত হওয়ার চিকিৎসা.....	২৭৩
খালেকের চেয়ে মাখলূকের ভয় বেশি হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার.....	২৭৪
ভয় ও আশা উভয়টার আবশ্যিকতা.....	২৭৫
বিনয়-বিনম্রতা সফলতার চাবিকাঠি.....	২৭৫
শওক ও উন্স-এর হালত.....	২৭৬
চমৎকার বুঝা.....	২৭৬
আল্লাহর ভয় রোগ নয়.....	২৭৭
নম্রতা ও বিনয়ের হালত.....	২৭৭
প্রশংসা ও নিন্দার প্রভাব না পড়ার ব্যবস্থা.....	২৭৮
ভাল বুঝা সম্পন্ন হওয়ার অর্থ.....	২৭৮
প্রবল ভীতির চিকিৎসা.....	২৭৮
মস্তিষ্কের দুর্বলতা পেরেশানির কারণ না হওয়া উচিত.....	২৭৯
মুরাদিয়াত ও এজতেবা'র হাকিকত.....	২৮১
কারামাত সম্পর্কে দুর্লভ ও চমৎকার বিশ্লেষণ.....	২৮১
কতিপয় কব্বের এলাজ.....	২৮৫
কতিপয় বুকুর ব্যথা ও অস্থিরতার এলাজ.....	২৮৭
তীব্র শোক ও ব্যথার এলাজ.....	২৮৮
দুর্লভ বিষয়বস্তু লিখে রাখা.....	২৯০
মৃত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তিত হলে এলাজ.....	২৯০
শওকের কাইফিয়াত.....	২৯১
কলবে আগত বিশেষ ওয়ারেদ-এর অনুসরণ করা উচিত.....	২৯১
'ফানা'র আলামত.....	২৯১
কাইফিয়াত স্থায়ী হয় না.....	৩০২
অলসতার চিকিৎসা.....	৩০৩
সময়কে অপচয় হওয়া থেকে বাঁচানো প্রশংসনীয়.....	৩০৪

উন্নত হালত.....	৩০৫
কাইফিয়াত মাকসূদ নয়.....	৩০৮
বাজারের লোকদের দেখে পেরেশান হওয়া.....	৩১১
গায়রে এখতিয়ারী বিষয় হাসিল না হলে চিন্তিত না হওয়া উচিত.....	৩১২
কলবের একাধতা না হওয়ার এলাজ.....	৩১২
যোগ্যতার আলামত.....	৩১২
নানা স্বভাবের নানান বৈশিষ্ট্য.....	৩১৩
আফসোস বা পরিতাপ দিলের কান্না.....	৩১৩
সৃষ্টি নৈপুণ্যে সুবহানাল্লাহ্ বলা.....	৩১৩
এসলাহে হালে কলব ও আরো বিভিন্ন সহী মাকসাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান.....	৩১৪
সালিককে পাগল বললে লাজ্জিত হওয়া উচিত নয়.....	৩১৪
তীব্র ‘হুযুরী’ অনেক জরুরি কাজের প্রতিবন্ধক.....	৩১৫
ফানা অর্জনের পস্থা.....	৩১৫
আনওয়ার মাকসূদ নয়.....	৩১৬
গায়রে এখতিয়ারী ব্যাপার ছুটে যাওয়া বঞ্চনার কারণ নয়.....	৩১৬
কবযের এলাজ.....	৩১৭
গরম মেজাজ এর আলামত.....	৩২১
প্রাথমিক সালিকের গোনাহ স্মরণ করে কান্না.....	৩২১
কান্না না আসা.....	৩২১
এখতিয়ারী ব্যাপারে ক্রটির সংশোধন অপরিহার্য আর গায়রে এখতিয়ারী বিষয় অক্ষিপযোগ্য নয়.....	৩২২
পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ হুযুরী.....	৩২৩
হায়বত-ভীতি ও উনস-অন্তরঙ্গতা.....	৩২৩
প্রবল মৃত্যুভয়ের এলাজ.....	৩২৩
নিজের বুচি পছন্দের উপর শরীয়তের দর্শনকে প্রাধান্য দেয়া প্রশংসনীয়.....	৩২৪
কুরআনের তিলাওয়াত ভালো না লাগার চিকিৎসা.....	৩২৪
ভিন্ন সিলসিলার বুয়ুর্গদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মুবতাদীর জন্য ক্ষতিকর.....	৩২৫
নিজের মধ্যে অনুশোচনা বৃদ্ধি পাওয়া উপকারী.....	৩২৫
তবয়ী ওয়াহশাত (বিরক্তি) ও আকলী এলতেফাত (সৌজন্য) একত্রে হতে পারে.....	৩২৫
চুরির অপবাদ আশঙ্কার এলাজ.....	৩২৬
বিবাহ না হওয়ার কষ্টের এলাজ.....	৩২৬
মানুষের সঙ্গে যোগাযোগহীনতা.....	৩২৭

অপারগতার অবস্থা দোষণীয় নয়.....	৩২৯
হুযূরে কলব ও একাত্মতা অর্জনের পস্থা.....	৩৩০
পড়ার মধ্যে মন উদ্বিগ্ন হওয়ার এলাজ.....	৩৩০
অপারগতার কষ্ট-সাধনা, রোগ-শোক ও দুশ্চিন্তা ইত্যাদি উপকারী.....	৩৩১
হালাতে মাহমূদাহ.....	৩৩৪
দীনী জটিলতা ও ওয়াস্ওয়াসা থেকে বাঁচার উপায়.....	৩৪৪
হুযূরে কলবি.....	৩৪৭
একাত্মতা হাসিল হওয়ার উপায়.....	৩৪৮
ক্ষুধা ও দারিদ্রের বরকত.....	৩৫০
দুনিয়াবি ব্যাপারে কান্না আসা দীনী ব্যাপারে না আসা.....	৩৫৩
জয্ব ও আকর্ষণের পস্থা.....	৩৫৩
পীরের অনুসরণ না করার এলাজ.....	৩৫৪
হায়বাত ও ভীতির বিভিন্ন আছর.....	৩৫৫
‘মাঈয়্যাত’ এর তীব্রতার প্রভাব.....	৩৫৫
গাফলাত-এর এলাজ.....	৩৫৫
হৃদয়ের কঠোরতা-কঠিনতার ব্যাখ্যা.....	৩৫৬
হৃদয়ের কঠোরতা-কঠিনতার আছর.....	৩৫৬
কাসাওয়াতে কলবির হাকিকত.....	৩৫৭
গালাবায়ে ফানা-এর আছর.....	৩৫৮
প্রশংসনীয় আকলী বিষয়াবলী আমলসহ যথেষ্ট.....	৩৫৮
মৃত্যুর চিন্তা.....	৩৫৯
কষ্ট ও শোক সব মুজাহাদা.....	৩৫৯
তীব্র কষ্ট ও শোকের এলাজ.....	৩৬০
মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা.....	৩৬০
স্বভাবগত ব্যথায় অসুবিধা নেই.....	৩৬১
পরিচ্ছন্নতা পছন্দনীয় হওয়া.....	৩৬১
নিজের গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি না থাকা উচিত.....	৩৬১
হালাতের বিশদ ব্যাখ্যা জানতে অধীর না হওয়া.....	৩৬১
দুআর সময়ে আটকে যাওয়ার কারণ.....	৩৬২
স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা.....	৩৬২
স্ত্রী সহবাস নফ্‌স দমনের বিপরীত নয়.....	৩৬৪
হালের তীব্রতা.....	৩৬৪
তীব্র ঘুমের চাপের এলাজ.....	৩৬৫
পীরের নিকট উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির পার্থক্য.....	৩৬৫

আবদিয়াত ও দাসত্বের হাল ও মাকাম.....	৩৬৬
নেসবত ছিনিয়ে নিতে না পারা এবং তাসারবুফের ক্ষমতা ওয়ালা হওয়া.....	৩৬৬
নেসবত মাআল্লাহ্ অর্জনের পস্থা.....	৩৬৬
তাওহীদে উজ্জুদী ও ফানা, অহঙ্কারের এলাজ ও লাতায়েফের যিকির.....	৩৬৯
রযা ও আশা.....	৩৭৪
রযা ও খওফ বা আশা ও ভীতি সম্পর্কে সন্দেহ দূরিকরণ.....	৩৭৪
উপরোক্ত বিশ্লেষণ সম্পর্কে কিছু সন্দেহ ও তা নিরসন.....	৩৭৮
নেসবতের হাকিকত এবং ‘ছাহেবে নেসবত’-এর আলামত.....	৩৮০
সাহসহীনতার এলাজ.....	৩৮১
চমৎকার বুঝ ও উপলব্ধি.....	৩৮৪
প্রাথমিক অবস্থা.....	৩৮৯
আকলী তারাক্কী কাঙ্ক্ষিত মাধ্যম দিয়ে হলেও তবয়ী তারাক্কী নয়.....	৩৮৯
দৈহিক রোগ দ্বারা নফসানী রোগের চিকিৎসা হওয়া.....	৩৯০
আছর উদ্দেশ্য নয়.....	৩৯১
মাওয়াযের আছর স্থায়ী থাকা যথেষ্ট.....	৩৯১
উনস ও গভীর হৃদয়তার আছর.....	৩৯১
চূড়ান্ত পর্যায়ে বৃহানী কাইফিয়াত প্রবল হয় এবং... ..	৩৯২
আউলিয়াগণের মাজারে আছর হওয়ার কারণ.....	৩৯৩
ঘুম থেকে জেগে উঠার পর আলো দেখতে পাওয়া.....	৩৯৩
কুরআন মাজীদের তিলাওয়াতে একাগ্রতা না হওয়ার এলাজ.....	৩৯৩
নিদ্দার তীব্র চাপের এলাজ.....	৩৯৪
সিনার মধ্যে নড়াচড়া ক্রম্বেপযোগ্য নয়.....	৩৯৪
বিবাহ সুলূকের মধ্যে বিঘ্ন ঘটায় কি না.....	৩৯৪
কামিয়াবির আলামত.....	৩৯৫
সুবুদ্ধি জরুরি.....	৩৯৫
কব্বের আছর.....	৪০০
কব্বের উপকারিতা ও উপযোগিতা.....	৪০৩
কব্বের উপকারিতা ও যৌক্তিকতা.....	৪০৭
নামাযের মধ্যে আলো দেখা.....	৪০৮
অর্থ-সম্পদ হারানো আর সুস্থতা ও সন্তান হারানোর প্রভাবে ভিন্নতা.....	৪০৯
আহওয়াল নয় আ‘মাল উদ্দেশ্য.....	৪১০
মাযমুনে কুল্লি.....	৪১০
যিনি ছাহেবে হাল নন, জান্নাতের ব্যাপারে বেপরোয়া	

হওয়া তার জন্য নিব্দনীয়.....	৪১৯
আছরে ফানা.....	৪১৯
কলবের কোমলতা মাকসূদ.....	৪২৩
একই সিলসিলার বুদ্ধিমানের কাছে বাতেনি হালত আলোচনা করা যাবে.....	৪২৩
হালাতে মুবারাকাহ.....	৪২৩
নূর-আন্‌ওয়ার ড্রফ্পযোগ্য নয়.....	৪২৫
নির্জনতার জরুরত.....	৪২৭
যিকিরের আন্‌ওয়ার.....	৪২৭
পেরেশানির এলাজ.....	৪২৭
খাবার বেশি খাওয়ার অনুমতি.....	৪৩০
পীরের প্রতি ভক্তির ও বিনয়ের তীব্রতা.....	৪৩০
তাশবীহ ও তাওহীদে উজ্জুদীর পার্থক্য.....	৪৩১
পছন্দনীয় ব্যাথা.....	৪৩১
কলবের পরিচ্ছন্নতা অনুভূত হওয়া.....	৪৩২
চিকিৎসা বর্জনের চেয়ে গ্রহণের ফজিলত.....	৪৩২
মন্দ অবস্থার এলাজ.....	৪৩২
গোনাহের পর আল্লাহর মহব্বতের কারণে লজ্জিত হওয়া.....	৪৩৮
কঠিন ওজরের কারণে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব হওয়া অন্তরের জন্য ক্ষতিকর নয়.....	৪৩৮
নিজের হালতের প্রতি এতমিনান না হওয়া.....	৪৩৮
নামায ও যিকিরের মধ্যে মনোযোগ.....	৪৩৯
এনাবাতের আছর.....	৪৩৯
কুরআন তিলাওয়াতের সময় কান্না আসা.....	৪৩৯
ওয়ারেদাত এর অনুসরণ করা.....	৪৪০
হুযূরে কলবের জরুরত.....	৪৪৪
শওক ও মহব্বতের আছর.....	৪৪৪
আহওয়াল স্থায়ী হয় না.....	৪৪৪
তাওহীদে উজ্জুদীর তীব্রতার আছর.....	৪৪৫
‘দায়েমি হুযূর’ টাই মাকসূদ.....	৪৪৫
শরীয়ত বিরোধী কাজে রাগ ও রহম.....	৪৪৬
নিজের নফসের উপর ত্রুদ্ব হওয়া.....	৪৪৬
দিন ও রাতের নামাযে একগ্রতার তারতম্য.....	৪৪৬
কলবি দ্বিধা সংকোচের এলাজ.....	৪৪৬
মৃত্যুকে ভালো লাগা অলী হওয়ার আলামত.....	৪৪৮

কলবকে ফারোগে রাখার গুরুত্ব.....	৪৪৮
ঘুমে ও জাগরণে স্বভাবগত তারতম্য.....	৪৪৯
নিজের নফসের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ.....	৪৪৯
নিজ হালতের প্রতি এতমিনান না হওয়ার এলাজ.....	৪৫০
নামাযের মধ্যে কলবি যোশ নিয়ন্ত্রণ করা উত্তম.....	৪৫৩
তীব্র উদ্ভিগ্নতার আছর.....	৪৫৫
তালবীন অবস্থান্তর.....	৪৫৬
স্ত্রীর প্রতি মহব্বত ক্ষতিকর নয়.....	৪৫৬
স্বভাবগত ব্যাপার দ্রুক্ষেপ ও গ্রহণযোগ্য নয়.....	৪৫৬
আকলি খুশি কাজ্জিত তবরী খুশী নয়.....	৪৬০
দুআর মধ্যে মন না লাগার এলাজ.....	৪৬০
ইয়াদে ইলাহী.....	৪৬১
স্পষ্ট কাইফিয়াত অনুভূত না হওয়া.....	৪৬১
কলবের কাঁপুনি ও এলাজ.....	৪৬২
মৃত্যুর আকাজ্জা.....	৪৬২
নির্জনতা অবলম্বন.....	৪৬২
অলসতার চিকিৎসা.....	৪৬৩
কলবের দুর্বলতার এলাজ.....	৪৬৩
কলব জারি হওয়া.....	৪৬৪
মহব্বত ও আয়মত বা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার আছর.....	৪৬৪
তান্য়িহ-এর তাজল্লী ও আছর.....	৪৬৪
হায়বাত ও ভীতির আছর.....	৪৬৫
মুবতাদীর (প্রাথমিক সাধকের) কোনো কাজের মাধ্যম হওয়া.....	৪৬৭
কাইফিয়াত (অবস্থা) উদ্দেশ্য নয়.....	৪৬৭
কাইফিয়াতে ফানা.....	৪৭০
হালাতে মাহমুদাহ.....	৪৭০
প্রশংসনীয় হালত.....	৪৭১
মনোযোগ লাভের পস্থা.....	৪৭৮
টোলের আওয়াজ শুনে আত্মহারা কাইফিয়াত.....	৪৭৯
কলবের দুর্বলতার লক্ষণ.....	৪৮০
আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আকর্ষণ.....	৪৮০
কাইফিয়াতে ইশকিয়া.....	৪৮০
গায়রে এখতিয়ারী কাইফিয়াত না হওয়ার এলাজ.....	৪৮১
নামাযে হুযূরে কলবি না হওয়ার এলাজ.....	৪৮১

সারাক্ষণ আল্লাহ তাআলার স্মরণের আকাজক্ষা.....	৪৮১
কলবি মলিনতার এলাজ.....	৪৮৩
চূড়ান্ত সুলুকের আহওয়াল (এক খলিফার চিঠি).....	৪৮৩
তেলাওয়াতের সময় হালের তীব্রতায় আল্লাহ শব্দ উচ্চ আওয়াজে বলা.....	৪৮৪
আয়-উপার্জনের টানাটানির চিন্তার এলাজ.....	৪৮৪
মুসলিম জাতীর প্রতি সমবেদনা.....	৪৮৪
যওক ও খুশু' বিভিন্ন প্রকার.....	৪৮৪
সার্বক্ষণিক হুযূর.....	৪৮৫
ইবাদতের আছর.....	৪৮৫
নৈরাস্যের এলাজ.....	৪৮৫
স্বভাবগত ও যুক্তিগত বিষয়ের পার্থক্য.....	৪৮৬
এন্ডেবায়ে সুনুত.....	৪৮৭
দীনী কিতাবাদির আছরটাই কাম্য.....	৪৮৭
খালেকের চেয়ে মাখলূকের প্রতি ভীতি বেশি হওয়ার কারণ.....	৪৮৮
হুকুকুল এবাদ নিয়ে চিন্তিত হওয়া.....	৪৮৮
তামকীন (সম্পর্কের দৃঢ়তা)এর আছর.....	৪৮৯
উরূজ ও নুজুল-এর আলামত.....	৪৯১
মানুষের এসলাহী খেদমতের দ্বারা সুলুকের উন্নতি হয়.....	৪৯১
ভয় ও দুর্বলতার লক্ষণ.....	৪৯২
নামাযের কবুলিয়াতের আলামত.....	৪৯২
উন্স ও হায়বতের আছর.....	৪৯৩
সুকুনে কলবির জন্য স্থায়িত্ব.....	৪৯৪
ফারায়য ও নাওয়াফেলে খুশু'-এর তারতম্যের কারণ.....	৪৯৪
এখতিয়ারী বিষয় এলাজযোগ্য গায়রে এখতিয়ারী বিষয় নয়.....	৪৯৫

চতুর্থ অধ্যায় আ'মালের বর্ণনা

ওয়ায়েয শ্রোতাদের শোনা না শোনার পরোয়া করবে না

হালঃ জুম'আর নামাযের পর মানুষকে নসীহত করার একটি মা'মূল ছিল। শ্রোতাদের অমনোযোগিতা দেখে মনে হল- এই অমনোযোগিতার কারণ আমার নিজস্ব ত্রুটি। নতুবা তারা আকর্ষণ বোধ করত। আমার অযোগ্যতা ভেবেই ওয়ায করা ছেড়ে দিলাম।

বিশ্লেষণঃ ভুল করেছেন। আবার শুরু করুন। মনের মধ্যে রাখুন এই পংক্তি-

كس بشنود یا شنود من گفتگوئی میکنم

অর্থঃ শুনলেও না, না শুনলেও না, আমার কথা বন্ধ হবে না।

মাদরাসা কায়েম করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল

হালঃ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের এসলাহের চেষ্টা ও চিন্তা করে যাচ্ছি কিন্তু নিজের দিকে তাকালে একেবারে অন্ধকার দেখি। অন্যের জন্য আলো জ্বালছি অথচ নিজে থেকে যাচ্ছি অন্ধ।

বিশ্লেষণঃ অন্যের কল্যাণ চিন্তার কারণে, কল্যাণ পৌঁছে দেওয়ার বরকতে ইনশাআল্লাহ্ অন্ধ থাকবেন না। তাছাড়া মনে রাখবেন, মাদরাসা প্রতিষ্ঠার চেয়ে বড় আমল এ যুগে আর কিছু নেই।

'দাওয়ামে আমল' এর হাকীকত

হালঃ প্রথমত- আমি এমন বিশেষ কিছু আদৌ করতামই না, তারপরও আল্লাহ্র মেহেরবানীতে যা কিছু হত, আজকাল কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে সব উলট-পালট হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত এলতেযামের সঙ্গে (নিয়মিত) অযীফা পড়া হয় না। যখনই এলতেযামের সঙ্গে অযীফা আদায় করতে থাকি, তখনই কোনো বাধা বা প্রতিকূলতা সামনে এসে পড়ে। যে কারণে নিয়মতান্ত্রিকতা দূরে থাক অযীফা আদায় করাই বন্ধ হয়ে যায়।

বিশ্লেষণঃ এক ধরনের এলতেযাম বা দাওয়াম এটাও যে, কখনো হবে কখনো হবে না। বিশেষতঃ না হওয়ার কারণ যদি হয় ওযর তাহলে সেটাকে এলতেযামের পরিপন্থী বলার সুযোগ একেবারেই নেই। দ্বিতীয় কথা এই যে, কামিয়াবী কখনোই এর উপর নির্ভরশীল নয় যে, কিছুতেই কোনো অযীফা ছুটতে পারবে না। এই ফিকিরও অধ্যাবসায় লেগে থাকবে, ব্যাস। হয়ত কখনো ছুটেও যাবে কিন্তু যতই ছুটুক এর পিছে লেগেই থাকতে হবে। এভাবেই একদিন মাকসূদ হাসিল হয়ে যাবে।

ঘুমের কারণে তাহাজ্জুদ না পড়তে পারা অপরাধ নয়

হালঃ সম্ভবত আমার কপালে বড় নিয়ামত নেই, এই কথা চিন্তা করলে আমার ভীষণ কষ্ট হয়, আফসোস হয় এবং নৈরাশ্যের ভাব ফুটে উঠে। আপনার যাতে মুকাদ্দাসের (পবিত্রসত্তার) দুআর প্রতি ভরসা ছাড়া পরিত্রাণের আর কোনো উপায় আমার চোখে পড়ে না। নিজের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই। বেশিরভাগ সময় এমন হয় যে, তাহাজ্জুদের সময় ঘুম ভাঙ্গে না।

বিশ্লেষণঃ হাদীসে আছে لا تنفريط في النوم অর্থাৎ ঘুমের ক্ষেত্রে কোনো অভিযোগ নেই।

এশার পর তাহাজ্জুদ পড়া

হালঃ এমন কোনো ব্যবস্থা জানাবেন যেন অবশ্যই তাহাজ্জুদের সময় ঘুম থেকে জাগতে পারি এবং কাজে লেগে যেতে পারি।

বিশ্লেষণঃ রাতের শুরুতেই (এশার পর বা ঘুমের পূর্বে) পড়ে নেবেন।

হালঃ আমার জন্য দুআ করবেন যেন সকল অযীফা ও শোগলের ক্ষেত্রে মুদাওয়ামাতের (স্থায়ীভাবে আমল করার) তাওফীক নসীব হয়। দীনী কাজকর্মে হিম্মত খুব কম। মন যতই চায় যে, রাতে কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে কিছু নফল আদায় করব, এ উদ্দেশ্যে জেগেও উঠি কিন্তু নফস ও শয়তান মিলে আমার ইচ্ছাকে একেবারে নস্যাত করে দেয়। প্রতিদিনই ঘটে একই ঘটনা। কী করব মেহেরবানী করে কিছু তাদবীর জানাবেন। আপাততঃ এশার নামাযের পর কিছু নফল আদায় করে নেই।

বিশ্লেষণঃ আপনি বেশি পেরেশান হবেন না। এশার পর নফল, যিকির ও শোগল সব আদায় করে নেবেন। ইনশাআল্লাহ্ এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে শেষ রাতেও আদায়ের তাওফীক হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ মাঝে মাঝেই তাহাজ্জুদের সময় ঘুম ভাঙ্গে না, এজন্য প্রতিদিন এশার নামাযের পর আট রাকাত নফল তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়ি। তাহাজ্জুদের সময় যদি আল্লাহ্ তাআলা জেগে উঠার তাওফীক দান করেন তাহলে তখন আবার আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ি। এরপর যিকির করি। এরূপ করা কী জায়েয?

জবাবঃ জায়েয বরং আপনার তরীকা খুবই মুনাসিব।

প্রশ্নঃ নির্ধারিত সময়ে তাহাজ্জুদ পড়ার পাবন্দি নসীবে জোটে না। কী করব! বাধ্য হয়ে এশার পর তাহাজ্জুদের নিয়তে আট রাকাত নামায আদায় করে নেই। মাঝে মাঝে বা হঠাৎ হঠাৎ নির্ধারিত সময়েও।

জবাবঃ যথেষ্ট। সবই ঠিক আছে। পেরেশান হবেন না।

হালঃ সকল অযীফা আল্লাহ্র ফযলে আদায় করছি। শুধু তাহাজ্জুদ নামায এবং বারো তাসবীহের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। কারণ এই যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে মনে হল— এখন তো নামায পড়া ছাড়াই আমার সাওয়াব হবে। কেননা অসুস্থ অবস্থায় সুস্থ অবস্থার ইবাদতের সাওয়াব পাওয়া যায়। এরপর সুস্থ হওয়ার পর দু-একদিন ঘুম ভাঙ্গল না। এরপর দু-একদিন এমন হল যে, এশার পর পড়ে নিয়েছি। এরপর দু-একদিন আসল ওয়াক্তে পড়েছি। এরপর শুরু হল ছোট্টা। প্রায় একমাস যাবৎ এই পেরেশানীতে ডুবে আছি। অনেক অনেক দুআ করেও মাকসূদ হাসিল হয় নি। এখন হুযূরের নিকট নিবেদন করছি, দয়া করে আমার জন্য এই দুআ করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা তাহাজ্জুদ এবং বারো তাসবীহ যথাসময়ে আদায় করার তাওফীক দান করেন। পাশাপাশি এই মাকসূদ হাসিল করার কোনো একটি তাদবীরও জানাবেন। ঐ দুটো বিষয়ে অনিয়মের ফলে দিলের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করছে। ঠাণ্ডা-শর্দির কারণে দুর্বলতা বোধ করি এবং আফসোস হয়—কেন ঘুম ভাঙ্গল না। হযরত! দয়া করে তাওয়াজ্জুহ দান করুন এবং এলাজ করুন।

বিশ্লেষণঃ দুআ করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আপনার আসল প্রয়োজন এবং আসল এলাজ হল হিম্মত। আপনি যেগুলো লিখেছেন সেগুলো সবই এখতিয়ারী বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। ঠিক খাওয়া, পান করার মতো। কখনো কী এরূপ দুআ করতে বলেছেন যে, ‘দুআ করুন আমি যেন রুটি ছিঁড়ে মুখে তুলে খেতে পারি।’ হিম্মত ও সাহস করার পরও যদি শেষরাতে ঘুম না ভাগে তাহলে এশার পর পড়ে নেবেন। আর অসুস্থ অবস্থায় সুস্থতার আমলের সাওয়াব হয় অক্ষম-অপারগের, সক্ষমের নয়। ওটা ছিল ওয়াসওয়াসা। দূর করে দিন।

হালঃ বর্তমানে খাকছারের হালাত খুবই খারাপ। প্রথম প্রথম অবস্থা ছিল এরূপ— শেষরাতে এমন সময় ঘুম ভাঙতে শুরু করল যে, তাহাজ্জুদ পড়া কষ্টকর। এ অবস্থায়ও ফজরের পূর্বেই বারো তাসবীহ আদায় হতে থাকল। কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে ঘুম আরো বিলম্বে ভাঙতে লাগল, তখন ফজরের পূর্বে বারো তাসবীহ অর্ধেক আদায় করতে পারতাম। এরপর আরো বেশি অবনতি হতে থাকল। বেশিরভাগ দিন আমার অযীফা আদায় করা হয় না। ছুটেতে শুরু করে নিয়মিত। সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশি ক্ষতি এই হল যে, মনের মধ্যে এই খেয়াল বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, কোনো ভাল হালাত হলে হুযূরকে এত্তেলা (খবর) দিব, এরূপ মন্দ অবস্থার কথা কী করে জানাব। এই মনোভাবের ভেতর দিয়েই বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেল। হঠাৎ তারবিয়াতুস সালিক পড়তে পড়তে পেয়ে গেলাম যে, হালাত যেমনই হোক, ভাল বা মন্দ শায়েখকে অবশ্যই জানাতে হবে। এরপর নিজের দিলের মধ্যে এই যুক্তি জেগে উঠল— যদি শায়েখের নিকট খারাপ অবস্থা এত্তেলা না দিই তাহলে এসলাহ হবে কিসের? এজন্যই ভীষণ লজ্জা ও অনুশোচনার সঙ্গে হুযূরের কাছে হালতের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরলাম। দুআয়ে খায়ের ও এলাজ দিয়ে কৃতার্থ করবেন। বর্তমানেও নিয়মিত বারো তাসবীহ কাযা হয়ে যাচ্ছে তবে ইতিপূর্বে ছুটে গেলে পরে আর কখনো আদায় করতে পারতাম না। কিন্তু আজ মনের উপর পাথর চাপা দিয়ে ফজরের পর আদায় করেছি এরপর দিলের মধ্যে তাসাল্লি হয়েছে। নিজের দিক থেকে আমি সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যেন অযীফা ছুটে না যায়, যদি কখনো ছুটে যায় তবে যেন দ্রুত আদায় করে নিতে পারি। আল্লাহ্ তাআলার কাছে আমার বুক ভরা আশা যে, যদি হুযূর আমার প্রতি তাওয়াজ্জুহ দান করেন তবে দয়াময় আল্লাহ্ অবশ্যই আমাকে